নিবেদন

নিবেদন

সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকাদের করকমলে আমার এই কষ্টসাধ্য গবেষণা পত্র তুলে দেবার পূর্বে আপনাদের সবার অবগতির জন্য আমি এই কার্যারম্ভের প্রাক্ প্রস্তুতি পর্বের সামান্য কয়েকটি কথা বলতে অনুমতি প্রার্থনা করি ।

ইং ১৯৭৫ সনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর অধ্যাপক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃপা সান্নিধ্য লাভ করি । ১৯৭৭ সনে তাঁরই অধীনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হতেই এম.এ. পাশ করি । তারপর সাংবাদিকতা করাকালীন সুদীর্ঘ সময়ে জীবনের একদিকে যেমন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার দোলা অন্যদিকে তেমনি নানা জ্ঞানী-গুণী মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ হয় । উল্লেখ্য ভাগবতী গঙ্গোত্তরী ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগৌরপ্রসাদ নাগ, শ্রীনির্মলেন্দু খাসনবীশ, আমার পিতৃদেব ৺ব্রজেশ্বর কুণ্ডু, ৺ শিশির কুমার ব্রহ্মচারী, ৺মা ষোড়শী চক্রবর্ত্তী — এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

এম.এ. পাশ করার পূর্বে এবং পরে মনের এক কোণে গবেষণার অভিপ্রায় সর্বদাই জাগরূক ছিল । উল্লিখিত বিভিন্ন মনীষিদের সংস্পর্শে আসার পর তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং দর্শন গবেষণার বিষয়বস্তু স্থির করবার ব্যাপারে আমাকে প্রভাবিত করে । ১৯৭৭ সন থেকে ১৯৮৮ সন দীর্ঘ এগার বছর

নাগাতার ড: মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর স্নেহ কৃপা আশ্রয়ে থেকে গৌরপ্রেমরস-ধারা মহিমা আমার মন-প্রাণে গৌর-প্রেমের বীজ বপন করে। এক অব্যক্ত আকুলতা সবসময় আমার ধ্যানে-জ্ঞানে কোন কিছুর অভাব বোধ করাত। এই অভাব বোধ যে শ্রীমন্নিত্যানন্দকে নূতন করে জানার আগ্রহ তা উপলব্ধি করার সামর্থ্য হয়েছিল গৌরপ্রেম ভাগবত প্রেমরসধারায় আপ্লুত শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখ নি:সৃত উপদেশামৃত থেকে। বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ড: হরিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ সম্বন্ধে গবেষণার কথা বলেন। শুনলাম উত্তরবঙ্গের আর একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তরণী-কান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় এই কাজটি শুরু করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কাজটি অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। আগ্রহান্বিত হলাম। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের করুণা বিনা গুণের সাগর লাবণ্যের সার শ্রীমন্নিত্যানন্দের লীলাবৈদগ্ধীর লেশমাত্র বর্ণনা করতে পারেন কে ? তাই গেলাম পূজ্যপাদ ড: মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর কাছে। তিনি অনুমতি ও আশীর্বাদ করলেন।

'চৈতন্যোত্তর মধ্যযুগে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব আন্দোলন ও শ্রীনিত্যানন্দ' শীর্ষকে ড: চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কাজ করবার অধিকার পেলাম। কাজ শুরু করলাম। কিন্তু পারিপার্শ্বিক নানা প্রতিকূলতা এবং মাঝে মাঝে দৈহিক অসুস্থতা হেতু এই কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সুসম্পন্ন হতে বিলম্ব হল।

ডঃ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দেশে একচাকা, খড়দহ, নবদ্বীপ ধাম ও শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গিয়েছি। বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত তথা শ্রীনিত্যানন্দ বংশধর (শ্রীসৌমেন্দ্র মোহন গোস্বামী এবং তাঁর মা) বলে খ্যাত এমন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রীনিত্যানন্দ-জীবন সম্বন্ধে আমার মনের বিশেষ কিছু প্রশ্নসমূহের নিরসন ঘটানোর সহায়তা লাভ হয়। যদিও আমি আরও বহু মনীষি, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করেছি স্থান ও সময়াভাবে তাঁদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ করতে না পারার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। কিন্তু তার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় ভাগবত সমাজ, বাবুঘাট হরিসভা, জাতীয় গ্রন্থাগার, চৈতন্য রিসার্চ ইন্স্টিটিউট-এর শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, নবদ্বীপ মহানাম মঠ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইন্স্টিটিউট-এর শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, মালদহ বন্ধুসেবিকা সংঘ, বৃন্দাবনধামের ধুলিয়াবাড়ী কুঞ্জের নৃসিংহ বল্লভ গোস্বামীর পাঠাগার, বৃন্দাবন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর শ্রীকুঞ্জবল্লভ গোস্বামীর নাম উল্লেখ্য।

সবশেষে, যে সকল মনীষি, প্রতিষ্ঠান এবং সুধীবৃন্দের সহায়তায় আমার এই কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে তাঁদের সকলকে আমার সবিনয় প্রণাম নিবেদন করি।

সুজলা কুণ্ডু

সুজলা কুণ্ডু